



65847 - নামাযের আরকান, ওযাজবি ও সুন্নতসমূহ

প্রশ্ন

নামাযের সুন্নতগুলো ককি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

নামাযের সুন্নতগুলো ককি

নামাযের সুন্নত অনেক। এর মধ্যে কোন কোন সুন্নত বাচনিকি এবং কোন কোন সুন্নত কর্মকেন্দ্রিকি। সুন্নত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- নামাযের আরকান ও ওযাজবি ছাড়া অন্য যা আছে সেসব।

কোন কোন ফকাহবিদি নামাযের ১৭ টি বাচনিকি সুন্নত ও ৫৫ টি কর্মকেন্দ্রিকি সুন্নত উল্লেখ করেছেন। কোন সুন্নত ছুটে যাওয়ার কারণে নামায বাতলি হয় না; এমনকি ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দলিও নামায বাতলি হয় না। তবে, আরকান ও ওযাজবিগুলোর বধিান এমন নয়।

রুকন ও ওযাজবি এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে- নামাযের কোন রুকন ইচ্ছাকৃতভাবে কথিবা ভুলক্রমে বাদ পড়তে পারবে না। বরং রুকনটি অবশ্যই পালন করতে হবে।

আর ওযাজবি ভুলক্রমে ছুটে গেলে সহু সজেদার মাধ্যমে সটো শোধরে নযো যায়।

এখানে আমরা নামাযের আরকান ও ওযাজবিগুলো উল্লেখ করাকে প্রাসঙ্গিকি মনে করছি; এরপর আমরা 'দললিত ত্বালবে' গ্রন্থ থেকে বেশে কিছু সুন্নত উল্লেখ করব। এ বইটি হাম্বলি মাযহাবরে প্রসদিধ পুস্তকি:

এক: নামাযের রুকন ১৪টি

নামাযের রুকন ১৪টি; সেগুলো হচ্ছে-

১। সক্ষম ব্যক্তরি জন্য ফরয নামায দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা।



২। তাকবীরে তাহরীমা তথা ‘আল্লাহু আকবার’ বলা।

৩। সূরা ফাতহা পড়া।

৪। রুকু করা। রুকুর ন্যূনতম রূপ হচ্ছে- এতটুকু ঝুঁকা যাতনে করে দুই হাতের তালু দিয়ে হাঁটুদ্বয় স্পর্শ করা যায়। আর পরিপূর্ণ রূপ হচ্ছে- পঠিকমে সমানভাবে প্রসারিত করে রাখা; যাতনে করে মাথা ও পঠি একই সমান্তরাল রাখা থাকে।

৫। রুকু থেকে দাঁড়ানো।

৬। পরিপূর্ণভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৭। সজেদা করা। সজেদার পরিপূর্ণ রূপ হচ্ছে- কপাল, নাক, হাতের তালুদ্বয়, হাঁটুদ্বয় ও আঙুলের ডগা সজেদার স্থানভেদে লাগিয়ে রাখা। আর ন্যূনতম রূপ হচ্ছে- প্রত্যেকে আঙুলের কচি অংশ সজেদার স্থানভেদে রাখা।

৮। সজেদা থেকে উঠা।

৯। দুই সজেদার মাঝখানে বসা। যবে পদ্ধতিতে বসা হোক যথেষ্ট হববে। তববে সুননত পদ্ধতি হচ্ছে- বাম পায়ে ওপর বসবে ডান পা খাড়া করে রাখা ও ডান পায়ে আঙুলগুলো কবিলামুখী করে রাখা।

১০। প্রত্যেকেটি রুকুন ধীরস্থিতিভাবে আদায় করা।

১১। শেষে বঠেকে তাশাহুদ পড়া।

১২। তাশাহুদ ও দুই সালাম ফরোনোর জন্য বসা।

১৩। দুইদিকে সালাম ফরোনো। সালাম ফরোনোর পদ্ধতি হচ্ছে- ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ’ বলা। নফল নামাযের কষতেরে একদিকে সালাম ফরোনো যথেষ্ট; জানাযার নামাযের কষতেরেও।

১৪। উল্লেখিত ক্রমধারা রক্ষা করে রুকনগুলো আদায় করা। তাই কটে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে রুকুর আগে সজেদা করে তার নামায বাতলি হয়ে যাবে। আর ভুলক্রমে আগে সজেদা দিয়ে ফলেলে ফরিয়ে এসে রুকু করতে হববে; তারপর আবার সজেদা করবে।

দুই: নামাযের ওয়াজবি আটটি

নামাযের ওয়াজবি আটটি, সগেলো হচ্ছে-

১। তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য তাকবীরগুলো বলা।



২। ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর ‘সামআল্লাহু লমিন হামদি’ (যারা আল্লাহর প্রশংসা করছেন আল্লাহ তাদের প্রশংসা শুনছেন) বলা।

৩। ‘রাব্বা-না লাকাল হামদ’ (হে আমাদের রব্ব! প্রশংসা আপনারই জন্য) বলা।

৪। রুকুতে গিয়ে ‘সুবহানা রাব্বআল আযমি’ (পবিত্রতা আমার সুমহান রব্বেরে জন্য) বলা।

৫। সজেদাতে গিয়ে ‘সুবহানা রাব্বআল আ’লা’ (পবিত্রতা আমার সুউচ্চ রব্বেরে জন্য) বলা।

৬। দুই সজেদার মাঝখানে ‘রাব্বগি ফরি লি’ (হে আমার রব্ব! আমাকে ক্ষমা করুন) বলা।

৭। প্রথম বঠেকে তাশাহুদ পড়া।

৮। প্রথম বঠেক।

তনি: নামাযের বাচনিক সুন্নত ১১টি

নামাযের বাচনিক সুন্নত ১১টি; সগেলো হচ্ছো-

১। তাকবীরে তাহরীমার পর ‘সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বি হামদিকা, ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা, ওয়া লা ইলাহা গায়রুক’ (অর্থ- হে আল্লাহ! আপনি পাক-পবিত্র, সকল প্রশংসা আপনারই জন্য। আপনার নাম মহমিন্‌বতি। আপনার মর্যাদা সমুন্নত। আপনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নহে।) এই দোয়া বলা।

২। আউযুবল্লিলাহ পড়া।

৩। বসিমল্লিলাহ পড়া।

৪। ‘আমীন’ বলা।

৫। সূরা ফাতহির পর অন্য একটি সূরা পড়া।

৬। ইমামের জন্য উচ্চস্বরে ক্বরীত পড়া।

৭। মোক্‌তাদি ছাড়া অন্যদে জন্ম ‘সামআল্লাহু লমিন হামদি’ বলার পর এই দোয়াটি পড়া ‘মলিআল সামাওয়াতি, ওয়া মলিআল আরযা, ওয়া মলিআ মা শা’তি বাদ’ (অর্থ- হে আল্লাহ! আপনার জন্য ঐ পরমাণ প্রশংসা যা আসমান ভর্তি করে দখে, যা জমনি ভর্তি করে দখে এবং এগুলো ছাড়া অন্য যা কিছু আপনি চান সটোক ভর্তি করে দখে)। [তবে, সঠিক মতানুযায়ী



এ দোয়াটি পড়া মোক্‌তাদরি জন্মযেও সুন্নত]।

৮। রুকুর তাসবীহ একবার পড়ার পর অতিরিক্ত যতবার পড়া হয়। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার কথিবা আরও যত বেশিবার পড়া হোক না কেন?

৯। সজেদার তাসবীহ একবারের বেশি যতবার পড়া হোক।

১০। দুই সজেদার মাঝখানে একবারের বেশি যতবার 'রাব্বিগি ফরি লা' পড়া যায়।

১১। শেষে বঠেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনরে ওপর দরুদ পড়া এবং এরপর দোয়া করা।

চার: কর্মকেন্দ্রিক সুন্নতসমূহ

১। তাকবীরে তাহরীমার সময় হাতদ্বয় উত্তোলন করা।

২। রুকুর সময় হাতদ্বয় উত্তোলন করা।

৩। রুকু থেকে উঠার সময় হাতদ্বয় উত্তোলন করা।

৪। হাত উঠিয়ে সাথে সাথে নামিয়ে ফেলা।

৫। বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখা।

৬। সজেদার স্থানরে দকি দৃষ্টি নিবিদ্ধ রাখা।

৭। দাঁড়ানো অবস্থায় দুই পায়ের মাঝখানে খালি রাখা।

৮। রুকু অবস্থায় হাতের আঙুলগুলো ফাঁকা রেখে দুই হাত দিয়ে হাঁটু আঁকড়ে ধরা, পিঠি প্রসারিত রাখা এবং পিঠি ও মাথা এক বরাবরে রাখা।

৯। সজেদা অবস্থায় হাঁটুদ্বয় ছাড়া সজেদার অন্য অঙ্গগুলোকে ভূমির সাথে সঁটে রাখা।

১০। দুই পার্শ্ব থেকে হাতের বাহুদ্বয়, দুই উরু থেকে পটে, দুই উরু থেকে পায়ের গোছা ফাঁকা করে রাখা। দুই হাঁটুর একটা অপরটা থেকে দূরে রাখা। দুই পা খাড়া করে রাখা। পায়ের আঙুলগুলো ফাঁকা করে ভূমির ওপর রাখা। দুই হাত কাঁধ বরাবর রেখে আঙুলগুলো একটা অপরটার সাথে মিলিয়ে জমনিরে ওপর বছিঁয়ে রাখা।



১১। দুই সজেদার মাঝখানে ও প্রথম বঠেকরে সময় পায়রে পাতার ওপর বসা। আর দ্বিতীয় বঠেকরে সময় পাছার ওপর বসা।

১২। দুই সজেদার মাঝখানে বসার সময় উরুর ওপর হাতের তালু বছিযি়ে রাখা, হাতের আঙুলগুলো মলিযি়ে রাখা। তাশাহুদরে বঠেকরে সময়ও একই পদ্ধতিতে রাখা। তবে, তাশাহুদরে সময় কনষ্টিঠা ও অনামকি আঙুল গুটিযি়ে রাখা, মধ্যমা ও বৃদ্ধা অঙুলদিযি়ে বৃত্তাকার আকৃতি তরৌ করা এবং তর্জনী অঙুলদিযি়ে 'আল্লাহকে স্মরণ' করার সময় ইশারা করা।

১৩। সালাম দয়োর সময় ডান দকি়ে ও বাম দকি়ে ফরি়ে তাকানো।

উল্লখেতি এ সুন্নতগুলোর কোন কোনটির ব্যাপারে ফকিহবদিগণের মতানকৈয রয়েছে। উল্লখেতি কোন কোন ওয়াজবি কোন কোন ফকিহবদিরে কাছ সুন্নত। ফকিহ'র গ্রন্থগুলোতে এ সম্পর্কে বিস্তারতি আলোচনা রয়েছে।